দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ 01 MAY 2007
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৫-৭

ভার্সিটি শিক্ষকরা সংগঠনের অধিকার নিয়ন্ত্রণ চেষ্টা প্রতিরোধ করবেন

মামুন-অর-রশিদ ॥ ছাত্র-শিক্ষক সংগঠনের রাজনৈতিক দলের লেজুড়বৃত্তি মুক্তকরণে সরকারী বক্তব্য স্বাগত জানাবেন শিক্ষকরা। তবে তাঁদের সংগঠন করার অধিকার কোন রকম নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করা হলে সেটা প্রতিবাদ, প্রয়োজনে প্রতিরোধ করার কথাও জানিয়েছেন ছাত্র-শিক্ষক নেতৃবৃন্দ। একই সঙ্গে বিদেশ গমনে শিক্ষকদের প্রধান উপদেষ্টার অনুমতি নেয়ার সরকারী আদেশ নিয়ে শিক্ষকদের মধ্যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে।

দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকদের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের সংস্কার ইস্যু নিয়ে সরকারের সাম্প্রতিক বক্তব্য আরও স্পষ্টকরণ এবং বিস্তারিত ব্যাখ্যা দাবি করেছেন শিক্ষকবৃন্দ। দলীয় রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে সংস্কারের ধারায় ছাত্র-শিক্ষকদের রাজনীতি দলীয় লেজুড়বৃত্তি মুক্তকরণ প্রক্রিয়া নিয়ে কথা ওঠায় শিক্ষকরা তাঁদের এই প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন জনপ্রিয় শিক্ষক নেতা বলেছেন, সারা দুনিয়ায় শিক্ষকদের স্বাধীনতা স্বীকৃত। দেশের যে কোন সঙ্কটে শিক্ষকরা বুদ্ধিবৃত্তিক সমর্থন দিয়ে দেশকে সহযোগিতা করেন। বাংলাদেশের সংবিধানে সংগঠন করার স্বাধীনতা মৌলিক অধিকার হিসাবে স্বীকৃত।

সম্প্রতি সরকারের আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে নির্বাচন কমিশনে পাঠানো রাজনৈতিক দলের সংস্কারের সুপারিশে বলা হয়, ছাত্র-শিক্ষক এবং শ্রমিকদের নিয়ে কোন রাজনৈতিক দল অঙ্গ-সংগঠন করতে পারবে না বলে। কোন রাজনৈতিক দল এই শর্ত লঙ্ঘন করলে সেটির নিবন্ধন বাতিল করা হবে। গত রবিবার আইন উপদেষ্টা ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন তাঁর কার্যালয়ে সাংবাদিকদের বলেছেন, ছাত্র-শিক্ষকরা সংগঠন করতে পারবেন। তাঁরা পছন্দমতো আদর্শ পালন করতে পারেন। তবে তাঁরা কোন রাজনৈতিক দলের লেজুড়বৃত্তি করতে পারবে না। এই প্রসঙ্গে জনকণ্ঠের পক্ষে জানতে চেয়েছিলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সাবেক সভাপতি অধ্যাপক আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের কাছে। তিনি বলেন, প্রকৃতপক্ষে সব শিক্ষকরা দলীয় রাজনীতি করে না। খুব কমসংখ্যক শিক্ষকই সরাসরি রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত। ছাত্র সংগঠনগুলো অবশ্য সরাসরি রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা কোন দলের লেজুড়বৃত্তি না করে নীল, সাদা ও গোলাপী দলের ব্যানারে রাজনীতি করে। ১৯৭৩-এর অধ্যাদেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন রয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলেন, মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী কন্ডোলিৎসা রাইসকেও বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস থেকে আনা হয়েছে। শিক্ষকদের রাজনীতির পথে বাঁধা তৈরি করা হলে তাদের কি ক্ষতি হবে তার চেয়ে বড় কথা হচ্ছে দেশ এবং জাতি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। শিক্ষকদের মেধা-প্রজ্ঞা নির্ভর দেশ সেবা থেকে বঞ্চিত হবে। অধ্যাপক আরেফিন সিদ্দিক বলেন, ভাষা আন্দোলন থেকে অতীতের অনেক গণতান্ত্রিক আন্দোলনই ছাত্র-শিক্ষকরাই প্রথম শুরু করেন। তিনি বলেন, প্রচলিত সিস্টেমে বিরাজমান কিছু সমস্যা দূরীকরণে পুরো প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে

(১১- পৃষ্ঠা ২-এর কঃ দেখুন)

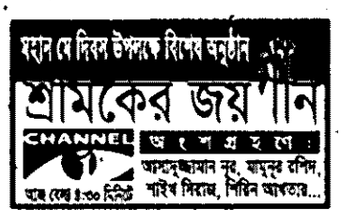

মহান মে দিবস উপলক্ষে বিশেষ অনুষ্ঠান
শ্রমিকের জয়গান
CHANNEL i
অংশগ্রহণে :
আসাদুজ্জামান নূর, মামুনুর রশিদ, শাইখ সিরাজ, শিরিন আখতার...
আজ রাত ৮:৩০ মিনিট

ভার্সিটি শিক্ষকরা

(১২-এর পাতার পর)

ব্যবস্থা গ্রহণের আগে সব দিক আরও ভেবেচিন্তে দেখতে হবে। এই বিষয়ে আইন উপদেষ্টা ব্যারিস্টার মইনুল হোসেনের বক্তব্যের আরও ব্যাখ্যা দরকার বলে তিনি মন্তব্য করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক আনোয়ার হোসেন জনকণ্ঠকে বলেন, ছাত্র-শিক্ষকদের রাজনীতি দলীয় লেজুড়বৃত্তিমুক্ত হোক সেটা আমরাও চাই। এতে মেধাবী এবং সৎ শিক্ষকরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কল্যাণ সাধনে তাঁদের স্বকীয়-স্বাধীন চিন্তা নিয়ে এগিয়ে আসবেন। লেজুড়বৃত্তি মুক্তকরন উদ্যোগকে সাধুবাদ জানানো হবে। তবে ছাত্র-শিক্ষকদের রাজনীতি বন্ধ করা কিংবা নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করা হলে আমরা প্রতিবাদ জানাব, প্রয়োজনে প্রতিরোধ গড়ে তুলব। তিনি বলেন, আমলা-ব্যবসায়ীসহ সবাই রাজনীতি করতে পারলে শিক্ষকরা পারবেন না কেন। এদিকে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ এক বিবৃতিতে বলেছে, ছাত্র রাজনীতিকে শৃঙ্খলিত করার যে কোন উদ্যোগ জাতিকে নেতৃত্ব শূন্য করার গভীর ষড়যন্ত্রের একটি অংশ। এই চক্রান্ত ছাত্র সমাজ মেনে নিবে না বলে দাবি করা হয়। সংগ্রাম পরিষদের পক্ষে সাজ্জাদ হোসেন স্বাক্ষরিত বিবৃতিতে বলা হয়, গত কয়েক দিন ধরে ছাত্র রাজনীতি নিয়ে আইন উপদেষ্টার বক্তব্য পরস্পরবিরোধী এবং অগ্রহণযোগ্য। আইন উপদেষ্টা ছাত্র রাজনীতির ইতিবাচক দিকগুলো বিবেচনায় না নিয়ে ঢালাও মন্তব্য করছেন। বাংলাদেশ সৃষ্টির ইতিহাসসহ অতীতের বিভিন্ন সময়ে ছাত্র সমাজ জাতীয় সঙ্কট উত্তরণে পথ প্রদর্শকের ভূমিকা পালন করেছে। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য, সামরিক স্বৈরাচারেরা অর্থ-অবৈধ অস্ত্র দিয়ে ছাত্রদের সংগ্রামী ধারায় কালিমা লেপন করেছে। ছাত্র নামধারী ঐসব চাঁদাবাজ, টেন্ডারবাজ, সন্ত্রাসীদের অপকর্মের দায়িত্ব ছাত্র সমাজের নয়। ছাত্র সমাজ জাতীয় স্বার্থে বিভিন্ন ইস্যুতে মতামত গঠন করবে না—এটা সভ্য গণতান্ত্রিক সমাজের বৈশিষ্ট্য হতে পারে না— বিবৃতিতে মন্তব্য করা হয়। বিবৃতিদাতাদের মধ্যে রয়েছেন ছাত্রলীগ সভাপতি মাহমুদ হাসান রিপন, ছাত্রলীগ (ম-ত) সভাপতি শরিফুল কবির স্বপন, সাধারণ সম্পাদক আলী আহসান, তরুণ বাংলাদেশ ছাত্রমৈত্রী সভাপতি রফিকুল ইসলাম সুজন, সাধারণ সম্পাদক মুক্তার হোসেন নাহিদ।

শিক্ষকদের বিদেশ গমন নিয়ন্ত্রণ আদেশ ও প্রতিক্রিয়া

গত ২২ এপ্রিল দেশের ২৬টি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠানো শিক্ষকদের বিদেশ গমন আদেশ নিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে। এ বিষয়ে কথা বলার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাঁকে পাওয়া যায়নি। তবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক সৈয়দ আবুল কালাম আজাদ বলেছেন, পুরো বিষয়টি নিয়ে বিভ্রান্তি (কনফিউশন) সৃষ্টি হয়েছে। তিনি জানান, এই সম্পর্কিত প্রথম চিঠিটি তাঁরা পেয়েছেন গত ৩১ জানুয়ারি। এই আদেশে সরকারী, আধা সরকারী ও স্বায়ত্তশাসিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে কতিপয় নির্দেশনা দেয়া হয়। এই নির্দেশনার আট নম্বর ধারায় বলা হয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা তিন মাসের ছুটি উপাচার্যের অনুমোদন সাপেক্ষে নিতে পারবেন। এই আদেশের কপিতে বলা হয়, ভবিষ্যতে আদেশের কোন অংশের পরিবর্তন হলেও পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ছুটির ব্যাপারে বিষয়টি অপরিবর্তিত থাকবে। পরবর্তীতে ৪ এপ্রিল অপর এক চিঠি সব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠানো হয়। এতে বলা হয়, যে সব ক্ষেত্রে সচিবের অনুমতি নেয়ার কথা বলা হয়েছিল, কেবল সেসব ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান প্রধানের অনুমতি নিলেও চলবে বলে জানানো হয়। কিন্তু পরবর্তীতে গত ২২ এপ্রিল অপর একটি আদেশে বলা হয়, যাঁরা ১৫ হাজার টাকার উপরে বেতন পাচ্ছেন, তাঁদের বিদেশ যেতে সরকারের অনুমতি লাগবে। অধ্যাপক আবুল কালাম আজাদ বলেন, পুরো বিষয়টি নিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে। এটি স্পষ্টকরণের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করছে। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক আনোয়ার হোসেন বলেন, বিষয়টি নিয়ে তাঁরা শিক্ষক সমিতির কার্যকরি পরিষদে বৈঠক করেছে এবং উপাচার্যকে বিষয়টি স্পষ্টকরণের জন্য সরকারের সঙ্গে কথা বলার অনুরোধ করেছেন। উপাচার্য শিক্ষক সমিতির নেতাদের জানিয়েছেন, ইতোমধ্যেই শিক্ষা সচিবের সঙ্গে তাঁর কথা হয়েছে এবং অল্প সময়ের মধ্যেই সরকার বিষয়টি বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়ে স্পষ্ট করবে। এই বিষয়ে অধ্যাপক আরেফিন সিদ্দিক বলেন, এটি বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়ে স্পষ্ট করা দরকার। একই সঙ্গে নিশ্চিত করতে হবে, যারা বিদেশে আন্তর্জাতিক সেমিনারসহ আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞান নির্ভর বিভিন্ন কর্মসূচীতে অংশ নিতে যান এই আদেশটি কার্যকর করতে গিয়ে সে সকল শিক্ষকরা যেন কোনভাবেই সমস্যার মুখে না পড়েন—এই বিষয়টি।